সংবাদ

তারিখ ... 13 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

পাসের হার বাড়লেই শিক্ষার গুণগত মান বাড়ে না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা খাতে পাসের হার বাড়লেই শিক্ষার গুণগত মান বাড়ে না। গুণগত মান বাড়াতে শিক্ষাকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত, পিছিয়ে পড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া বাজেট কাঠামোয় জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে নিরীক্ষণ দরকার। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে ও পড়ে বরাদ্দকৃত অর্থ কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে তার কোন মূল্যায়ন বাজেট প্রস্তাবে দেখা যায় না। এজন্য বাজেটে প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরালো করতে হবে।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'বাজেট ২০১৭-১৮, শিক্ষা ও নারী' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ (বিইউপির) চেয়ারম্যান এমএ জলিলের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিকের চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. জাহাঙ্গীর আলম ও বিইউপির নির্বাহী পরিচালক ড. নিলুফার বানু। আলোচনা সভায় প্রাথমিক শিক্ষার ওপর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের প্রভাব নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার

পাসের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

পাশের : হার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সাবেক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. প্রতিমা পাল মজুমদার এবং বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিয়ে আরেকটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক বোর্ড মেম্বার অধ্যাপক হান্নানা বেগম।

বক্তারা বলেন, ২০১৬-১৭ জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমকি ৪ শতাংশ। কিন্তু এই বৃদ্ধি পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া যতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে সেটাও কতটা কাজে লাগছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা যুগের সঙ্গে মিলিয়ে করা, কিন্তু আমাদের শিক্ষকদের এ সম্পর্কে তেমন কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। ফলে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষক এই শিক্ষা সম্পর্কে জানেন না। এতে তারা কী শিক্ষা দেবেন। কিন্তু সৃজনশীলতাই একটি দেশের মূল উন্নয়নের হাতিয়ার।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, উন্নয়ন মানে হচ্ছে পিছিয়ে পড়াদের নিয়ে ভাবা। কিন্তু বিগত বাজেট প্রস্তাবগুলোতে পিছিয়ে পড়াদের নিয়ে কোন বক্তব্য দেখা যায়নি। আমাদের নীতি পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন করতে হলে পিছিয়ে পড়াদের দিকে নজর দিতে হবে। এজন্য বাজেটে বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে। শিক্ষাকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে মানব সক্ষমতার ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষানীতি ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। এজন্য অনেক কিছুই পিছিয়ে যাচ্ছে। নারীদের এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। অনেক সমস্যাই বাজেটের মাধ্যমে কমানো হয়েছে। তবে কতটুকু বরাদ্দ দেয়া হলো তা নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে যে হারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সে হারে বরাদ্দ দেয়া হয়নি। শিক্ষা খাতে পাসের হার বাড়লে, শিক্ষার গুণগত মান বাড়ে না। গুণগত মান বাড়াতে আরও বেশি শিক্ষক নিয়োগ ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে। এটা না করতে পাড়লে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে না। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত খাতে বরাদ্দ কমেছে। বেড়েছে জনপ্রশাসন খাতে। সরকার জনশক্তি উন্নয়নে যে বাজেট বরাদ্দ দিচ্ছে তার থেকে বেশি বরাদ্দ দিচ্ছে জনশক্তি নিয়ন্ত্রণে। অথচ এর উল্টোটা হওয়া উচিত।

বিইউপির নির্বাহী পরিচালক ড. নিলুফার বানু বলেন, জেন্ডার বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ ৪৩টি মন্ত্রণালয়ে ভাগ করে দিয়ে কাজ করলে নারীদের উন্নয়ন হবে না। বাজেটে এটা একটি শুভঙ্করের ফাঁকি। এজন্য আলাদা বাজেট আলাদা একটি প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে। এছাড়া নারীদের সংসদে সংরক্ষিত আসন দিয়েও উন্নয়ন করা যাবে না। প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

মূল প্রবন্ধে ড. প্রতিমা পাল মজুমদার বলেন, গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যটি অনেকখানি অর্জিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, সাক্ষরতা-উত্তর কার্যক্রম গতিশীল ও জীবিকায়ন করা, দক্ষতার উন্নয়ন ইত্যাদি অর্জন হয়েছে সামান্যই। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনও বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে। কারণ এখনও প্রাথমিক স্কুল গমনোপযুক্ত শতভাগ শিশু প্রাথমিক স্কুলে যায় না। তার ওপর রয়েছে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সমস্যা। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। স্কুলের পাঠ্যক্রমের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। স্কুল ফিডিংয়ে বৈচিত্র্য আনতে হবে। পাঠ্যপুস্তককে জেন্ডার সংবেদনশীল করার উদ্যোগ বেগবান করা, বেদে, জেলে এবং দলিতদের শিক্ষা সুবিধা দেয়ার জন্য আলাদা স্কুল স্থাপন, পাহাড় ও চর অঞ্চলের স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রদত্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতসহ বাল্যবিবাহ বন্ধে পিতামাতাকে বাজেটিং প্রণোদনা প্রদানের প্রস্তাব করেন তিনি।

অধ্যাপক হান্নানা বেগম বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি ২০১৭-১৮ এর জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারীর যে অবস্থান উঠে এসেছে। তা অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক। কিন্তু সম্প্রতি দেশের নারী নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। মা বাবার সামনে থেকে তাদের কন্যাদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় উন্নয়নের অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ দায়িত্ব আইন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহের জবাবদিহিতা সর্বোপরি প্রশাসন ও সরকারের। তিনি বলেন, জেন্ডার বাজেটের বরাদ্দ ভালো। কিন্তু মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোয় জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে যে শর্ত, প্রকল্প চলাকালে যে নিরীক্ষণ দরকার প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষে যে মূল্যায়নের কথা আছে বাজেট প্রস্তাবে তার কোন উল্লেখ নেই। যা সব অর্জনকে প্রশ্নের মুখোমুখি করছে।